প্রথম আলো

তারিখ JUL 04 2006
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

আনন্দমোহন কলেজে শিক্ষক সংকট

বিভিন্ন বিভাগের পাঠ্যসূচি শেষ না হওয়ার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ময়মনসিংহ*

ময়মনসিংহের সরকারি আনন্দমোহন কলেজে দর্শন বিভাগে শিক্ষার্থী প্রায় ১ হাজার। ওই বিভাগে বর্তমানে শিক্ষকের সংখ্যা চারজন। একইভাবে ভূগোল-পরিবেশ বিভাগে শিক্ষার্থী প্রায় ৫০০, শিক্ষক আছেন চারজন। অনার্স-মাস্টার্সসহ ওই দুটি বিভাগের শিক্ষকস্বল্পতার এ চিত্র দীর্ঘদিনের। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন, কর্মরত শিক্ষকরাও রুটিন অনুযায়ী ক্লাস নেন না। এতে তাদের পাঠ্যসূচি শেষ না হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

দর্শন বিভাগের মাস্টার্স শেষ পর্বের একজন শিক্ষার্থী তাদের বিভাগে নিয়মিত ক্লাস না হওয়া সম্পর্কে বলেন, গত মাসের শেষ সপ্তাহের বৃহস্পতিবার তাদের একটি ক্লাস হয়।

দর্শন বিভাগের একাধিক শিক্ষার্থী বলেন, তাদের অনার্সে ১৪টি এবং মাস্টার্সে চারটি পত্র পড়তে হয়। তারা কলেজে গিয়ে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকেন কখন একটি ক্লাস হবে। শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এভাবে ক্লাস হলে পাঠ্যসূচি (সিলেবাস) কবে শেষ হবে।

দর্শনের বিভাগীয় প্রধান মো. হাসান আলী বলেন, ক্লাস কম হওয়ার কারণ শিক্ষকস্বল্পতা। এত কম শিক্ষক দিয়ে কীভাবে অনার্স, মাস্টার্সের ক্লাস নেওয়া সম্ভব? কমপক্ষে সাতজন শিক্ষক হলেও শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচি শেষ করা যেত। সরকারি বিধি অনুযায়ী এ বিভাগে ১২ জন শিক্ষক থাকার কথা। তবে শিক্ষকদের ক্লাস ফাঁকির অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন।

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের শিক্ষার্থীদেরও একই অবস্থা। তাদের অনার্সে ১৯টি এবং মাস্টার্সে ৪টি পত্র পড়তে হয়। একাধিক শিক্ষার্থী বলেন, তাদের বিভাগে শিক্ষকস্বল্পতা তো আছেই, যারা আছেন তাদের কেউ কেউ ক্লাস নেন না। আবার অনেক শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে আসেন দেরি করে, আবার চলে যান তাড়াতাড়ি। সেসব শিক্ষক আবার প্রাইভেট পড়ারও তাগিদ দেন। একজন শিক্ষিকার নাম উল্লেখ করে বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, গত এপ্রিল মাসের পর তিনি এ পর্যন্ত কোনো ক্লাস নেননি।

ভূগোল-পরিবেশ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মো. আইয়ুব আলী বলেন, এত কম শিক্ষক দিয়ে সব বর্ষের ক্লাস নিয়মিত নেওয়া সম্ভব নয়। তার বিভাগে ১২ জন শিক্ষক থাকার কথা। তিনিও মন্তব্য করেন, শিক্ষকদের ক্লাস ফাঁকির অভিযোগ সত্য নয়।

কলেজের অধ্যক্ষ মো. আনিসুর রহমান বলেন, শিক্ষকস্বল্পতার কারণে ওই বিভাগ দুটিতে স্বাভাবিক পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। কর্মরত শিক্ষকদের নিয়মিত ক্লাস না নেওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা আমাকে কিছু জানায়নি।